মানবকণ্ঠ



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইন্স এনেক্স ভবন চত্বরে গতকাল দিনব্যাপী গবেষণা মেলা ও ক্যারিয়ার উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান —মানবকণ্ঠ

ঢাবিতে গবেষণা মেলা ও ক্যারিয়ার উৎসবে ৩২ প্রতিষ্ঠানের অংশগ্রহণ

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের উদ্যোগে আয়োজিত গবেষণা মেলা ও ক্যারিয়ার উৎসবে ৩২টি শিল্প প্রতিষ্ঠান, গবেষণা প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা অংশগ্রহণ করেছে।

গতকাল রবিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের সাইন্স এনেক্স ভবন চত্বরে দিনব্যাপী এ আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান।

অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. হুমায়ুন কবীরের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী।

অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ভূগোল ও পরিবেশ বিজ্ঞানের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী মো. ফজলুল হক। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. সানজিদা মুর্শেদ।

মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রুপো সফট বিডি, সেইফ দা ডিলভেন, কালিকাস, বাংলাদেশ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন, বিসিএসআইআর, বাংলাদেশ নেভি, বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর, বিজাইডব্লিউটিএ, বাংলাদেশ ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্স, র‍্যাম বাংলাদেশ, বিওআরআই, এসিএফ ও ইউএনডিপি।

কালের কণ্ঠ

খালেদা জিয়ার অবদান বিষয়ে ঢাবিতে সেমিনার অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ▷

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের উদ্যোগে 'এডুকেশন উইমেন, এমপাওয়ারিং বাংলাদেশ : রিফ্লেকশন অন দ্য লিডারশিপ অব বেগম খালেদা জিয়া' শীর্ষক দিনব্যাপী সেমিনার গতকাল রবিবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান এতে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন।

উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারপারসন ড. সাবিহা ইয়াসমিন রোজীর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা বিশেষ অতিথি এবং সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তৈয়েবুর রহমান সম্মানিত অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ সমাপনী সেশনে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন প্রভাষক আতিয়া সানজিদা সুষমা।

The Country Today



Seminar on Begum Khaleda Zia's contribution to women's education, empowerment held at DU

DU Correspondent

A day-long seminar titled Ô Educating Women, Empowering Bangladesh: Reflection on the Leadership of Begum Khaleda Zia Ô was organized by the Department of Women and Gender Studies, Dhaka University, at the Nawab Nawab Ali Chowdhury Senate Building on Sunday.

Dhaka University Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan spoke as the chief guest at the seminar.

Chaired by the Chairperson of the Department of Women and Gender Studies, Dr. Sabiha Yasmin Rosy, the inaugural ceremony was graced by the presence of Pro-Vice Chancellor (Administration) Professor Dr. Saima Haque Bidisha as the special guest and Dean of the Faculty of Social Sciences, Professor Dr. Taiyebur Rahman as the guest of honor. Pro-Vice Chancellor (Education) Professor Dr. Mamun Ahmed addressed the closing session as the chief guest. The program was moderated by Lecturer Atia Sanjida Sushma.

সমকাল



আইআইইউসির ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্স উদ্বোধন

গত শনিবার কুমিরাস্থ স্থায়ী ক্যাম্পাসে আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রামের (আইআইইউসি) ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের বিজনেস ইনোভেশন ফর ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্টের দ্বিতীয় এবং আইআইইউসির ১৮তম ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ড. নিয়াজ আহমেদ খান। সভাপতিত্ব করেন আইআইইউসির ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোহাম্মদ আলী আজাদী।

ইত্তেফাক



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (আইবিএ)-এ প্রাইম ব্যাংকের সহযোগিতায় সম্প্রতি এন্ট্রাপ্রেনিওরশিপ অ্যান্ড বিজনেস ডেভেলপমেন্ট (ইবিডি) প্রোগ্রামের প্রথম ব্যাচের সফল সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রফেসর ড. খালেদ মাহমুদ, প্রফেসর ড. মো. শহিদউদ্দিন, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ রিদওয়ানুল হক, প্রফেসর শেখ মোরশেদ জাহান ও প্রাইম ব্যাংকের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর এম নজিম এ চৌধুরী

সমকাল



ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইআরের ২৪ শিক্ষার্থী পেলেন চেয়ারস অ্যাওয়ার্ড

■ ক্যাম্পাস ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (আইআর) বিভাগের বিভিন্ন পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ২৪ মেধাবী শিক্ষার্থীকে চেয়ারস অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছে। শনিবার বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ এস এম আলী আশরাফের সভাপতিত্বে এক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে পদক তুলে দেওয়া হয়। ১৩তম ও ১৪তম ব্যাচের স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় কৃতিত্বপূর্ণ ফলাফলের জন্য ১৭ জনকে এবং প্রফেশনাল মাস্টার্স (পিএমআইআর) পরীক্ষায় অসাধারণ ফলাফলের জন্য সাতজনকে এ পদক দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে ফরেন সার্ভিস একাডেমির রেক্টর রাষ্ট্রদূত মুহাম্মদ আব্দুল মুহিত এবং পিএমআইআর প্রোগ্রামের পরিচালক অধ্যাপক এহসানুল হক উপস্থিত ছিলেন।

চেয়ারস অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের মধ্যে আছেন– খন্দকার তাহমিদ রেজওয়ান, কাওসার উদ্দিন, নূর নাহার সুকন্যা, কাজী আশজাদ হোসেন, রাফিউল করিম, তাহিয়া আফরা জান্নাতি, কাওসার উদ্দিন মাহমুদ, আনিম শাহরিয়ার মৌন, নুসরাত তাসনিম, ফারিয়া ইসলাম, তাবাসসুম এলাহী, সৈয়দা মুবাশ্বির মাহজাবিন নাহিয়ান, ফেরদৌসী জামান, মোজাহিদুর রহমান সুফি, আহমদ শামস কাদির, জাহিদুর রহিম, শেখ মোহাম্মদ হাসিব আজিজ, মো. শোয়েব রিফাত ওমি, মো. রফিকুর রহমান ও গাজী মোস্তফা ফুয়াদ। ❖

বণিক বার্তা

চীনা নববর্ষের উৎসবে মাতবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২৬ জানুয়ারি সোমবার। আজকের এ দিনটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে নিয়ে এসেছে সুদূর বেইজিং বা কুনমিংয়ের উৎসবমুখর রাজপথের সেই চেনা আমেজ। কলা ভবনের সামনের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ আজ কেবল ইটের দেয়াল আর ছায়ার সীমানায় আটকে নেই; বরং তা প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে চীনা বসন্ত উৎসবের বর্ণিল রঙ, সুর আর ঐতিহ্যের মিশেলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট' আয়োজিত এ বিশেষ সাংস্কৃতিক কনসার্টের সুর আজ যেন এক সুতোয় বেঁধেছে দুই দেশকে। 'Voices Across Mountains and Seas, Bonds Between China and Bangladesh'—এ প্রতিপাদ্যকে ধারণ করে আয়োজিত অনুষ্ঠানটি শুধু নববর্ষের উদযাপন নয়, বরং পাহাড় আর সমুদ্র পেরিয়ে দুই দেশের দীর্ঘদিনের অটুট বন্ধুত্বের এক অনন্য স্মারক। এটি কেবল চীনা নববর্ষ উদযাপন নয়, বরং দুই দেশের সাংস্কৃতিক বন্ধন আরো ঘনিষ্ঠ করার এক নিখুঁত প্রয়াস।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট ২০১৬ সালে 'ইয়ুনান বিশ্ববিদ্যালয়, চীন' ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি মূলত চীনা ভাষা ও সংস্কৃতি শেখা, গবেষণা এবং পারস্পরিক সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে। ইনস্টিটিউটের এ কার্যক্রম চীন ও বাংলাদেশের সাধারণ মানুষদের মধ্যে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক বোঝাপড়া গড়ে তুলতে সহায়ক ভূমিকা রাখার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।



এবারের আয়োজনের বিশেষ আকর্ষণ হতে চলেছে আর্ট পারফরম্যান্স, যেখানে চীনা নববর্ষ বা 'স্প্রিং ফেস্টিভ্যাল'-এর ঐতিহ্যবাহী রঙ, সুর ও ছন্দ দর্শকদের সামনে বিশেষভাবে উপস্থাপন করা হবে। চীনা সংগীত, নৃত্য ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দর্শকরা এক অনন্য সাংস্কৃতিক ভ্রমণে অংশ নিতে পারবেন, যা চীনা উৎসবের সৌন্দর্য ও প্রাণবন্ততাকে তুলে ধরবে।

এ আয়োজনে দুই দেশের শিক্ষার্থীরা একত্রে আনন্দ ও ঐক্যের অনুভূতি ভাগাভাগি করবে। কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউট সর্বসাধারণকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে, যাতে তারা এ চীনা নববর্ষ উদযাপনে সরাসরি অংশ নিতে পারেন। অনুষ্ঠানটি আগামীকাল বেলা ৩টা থেকে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে।

এ বছর কনসার্টের প্রস্তুতি প্রক্রিয়ায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনফুসিয়াস ইনস্টিটিউটের সাংস্কৃতিক গতিশীলতা পরিস্ফুটিত হয়েছে। শুধু অনুষ্ঠানের দিনটিই নয়, বরং তার আগেও বিশ্ববিদ্যালয়জুড়ে এ ইনস্টিটিউট বিভিন্ন কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের শৈল্পিক দূরদর্শিতা প্রদর্শন করেছে।

২০২৫ সালের শেষের দিকে শিশুদের জন্য 'চীনা ভাষার ক্লাস' চালু করে এ ইনস্টিটিউট, যার উদ্দেশ্য ছিল শিশুদের মধ্যে চীনা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা। পূর্ববর্তী বছরে ইনস্টিটিউটের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন আন্তঃসংস্কৃতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেছেন, যেমন স্থানীয় স্কুলের সঙ্গে যৌথ উৎসব উদযাপন এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন, যা বাংলাদেশের নিজস্ব ভাষা ও ঐতিহ্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের অংশ হিসেবে কাজ করেছে।

নিজস্ব প্রতিবেদক

সমকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুক্তিতর্কে জমজমাট বিতর্ক উৎসব



বিজ্ঞানমনস্ক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই বিতর্ক উৎসব

■ ফরিদুল ইসলাম

আয়োজন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহ্যবাহী এফ. এইচ. হল ডিবেটিং ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত হলো দেশের সর্ববৃহৎ বিজ্ঞানভিত্তিক বিতর্ক প্রতিযোগিতা 'ষোড়শ জাতীয় বিজ্ঞান বিতর্ক উৎসব ২০২৬'। আগামী দিনের বিজ্ঞানমনস্ক বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে আয়োজিত এই উৎসব শুরু হয় ৭ জানুয়ারি এবং চার দিনের টানটান বুদ্ধিবৃত্তিক লড়াই শেষে পর্দা নামে ১০ জানুয়ারি। প্রকৃতি ও বিজ্ঞানের সহাবস্থানের প্রত্যাশা এই সূচনাই যেন জানিয়ে দেয়– এই আয়োজন নিছক বিতর্ক প্রতিযোগিতা নয়, বরং ভবিষ্যৎ সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তার এক গভীর অনুশীলন। এবারের উৎসবে আলোচিত বিষয়গুলো ছিল সময়োপযোগী ও বহুমাত্রিক– স্বাস্থ্য সচেতনতা, ওষুধ বিজ্ঞান, ড্রাগ ডিসকভারি, ফার্মাসিউটিক্যালস মার্কেটিং ও বিজনেস, মেডিকেল ইথিকস এবং জনস্বাস্থ্য। বিজ্ঞানের তত্ত্বকে বাস্তব সমাজ ও মানবিক দায়বদ্ধতার আলোকে বিশ্লেষণের সুযোগ করে দেয় এই বিতর্কমঞ্চ। চার দিনব্যাপী এই আয়োজনে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অংশ নেয় ৩২টি স্কুল, ২৪টি কলেজ এবং ৪৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিতর্ক দল। আন্তঃস্কুল পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এবং রানার্সআপ হয় বীরশ্রেষ্ঠ মুন্সী আব্দুর রউফ স্কুল অ্যান্ড কলেজ। আন্তঃকলেজ পর্যায়ে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা জিতে নেয় নটর ডেম কলেজ, ঢাকা; রানার্সআপ হয় ঢাকা রেসিডেনসিয়াল মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। আর আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল ডিবেটিং ক্লাব; রানার্সআপ হওয়ার গৌরব অর্জন করে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ। শনিবার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। এফ. এইচ. হল ডিবেটিং ক্লাবের সভাপতি আল-আমিন বিজয়ের সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক ইমামুল হাসানের সঞ্চালনায় আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব বায়োটেকনোলজির মহাপরিচালক ড. সগীর আহমেদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. সেলিম রেজা, ফজলুল হক মুসলিম হলের প্রাধ্যক্ষ ড. মো. ইলিয়াস আল-মামুন, যুগ্ম কর কমিশনার নির্ঝর আহমেদ, রেনাটা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেডের চিফ মার্কেটিং অফিসার মো. তানবির সর্জীব, এফ. এইচ. হল ডিবেটিং ক্লাব এর মডারেটর শাহিন পারভেজ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) এর সহসভাপতি মো. আবু সাদিক কায়েম, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সভাপতি জুবায়ের হোসেন শাহেদ, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক রাগীব আনজুম এবং ফজলুল হক মুসলিম হল সংসদ এর সহসভাপতি খন্দকার মোহা. আবু নাইমসহ শিক্ষা, প্রশাসন ও বিতর্কাঙ্গনের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। 'ষোড়শ জাতীয় বিজ্ঞান বিতর্ক উৎসব ২০২৬' প্রমাণ করেছেযুক্তি, বিজ্ঞান ও নৈতিকতার সমন্বয়ে গড়ে উঠতে পারে সচেতন প্রজন্ম। এই উৎসব কেবল বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করেনি; বরং প্রশ্ন করতে শেখা, ভিন্নমতকে শ্রদ্ধা করা এবং বিজ্ঞানের আলোয় সমাজকে দেখার এক সাহসী চর্চা তৈরি করেছে। ❖